<u>পৃষ্ঠা-১</u>

১. 'খেয়া' কবিতাটির এহেন নামকরণ কোন বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করছে?

উঃ-
কবিতার ক্ষেত্রে সাধারণত তার বিষয়বস্তু অনুসারে বা ভাববস্তুকে গুরুত্বপ্রদান করে নামকরণ হয়ে থাকে। এই কবিতাটিও ব্যতিক্রম নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'খেয়া' কবিতাটিতে কবি গ্রামীণ জীবনের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের তুলনামূলক দুটি ছবি পাশাপাশি তুলে ধরেছেন। এক নাম-না-জানা নদীর পাশাপাশি দুটি নাম-না-জানা গ্রাম সারা বাংলার গ্রামীণজীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ সহজ-সরল অনাড়ম্বরভাবে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। খেয়ানৌকা সেখানে নদীর ব্যবধান ঘুচিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু তৈরী করে।

অন্যদিকে, নাগরিক জীবনে ক্ষমতার লোভটাই শেষ কথা। ভোগ-লোলুপ মানুষ সেখানে অবলীলায় একে অন্যকে আহত করে, রক্তাক্ত করে। এক সাম্রাজ্যের বুকে পা দিয়ে অন্য সাম্রাজ্যের উত্থান হয়। একের পতনেই সেখানে অন্যের পত্তন। সভ্যতা মানুষকে উন্নততর জীবন দিয়েছে; কিন্তু সে উন্নতি সার্বিক হয়নি, দীর্ঘমেয়াদি হয়নি। তাই ক্রমান্বয়ে মানুষ প্রকৃতির থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

পল্লীগ্রামের জীবন কিন্তু নাগরিক সমাজের এই উত্থান-পতনে এতটুকুও আন্দোলিত হয় না। মানুষে মানুষে নিবিড় সম্পর্কই গ্রাম-জীবনের মূল সনাতন ভিত্তি। খেয়ানৌকা তাদের এই সম্পর্কের যোগসূত্র বা প্রতীক। কবিতাটির প্রতীকী নামকরণ খেয়া সেই বিশেষ ব্যঞ্জনাই বহন করছে।